প্রথম আলো

তারিখ 07 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

নির্বাচনী পরীক্ষা থাকবে নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোনো অর্থ আদায় করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) মোয়েজউদ্দীন আহমেদ বলেন, আগের নিয়মে নির্বাচনী পরীক্ষায় কেউ অনিবার্য কারণে অংশ নিতে না পারলে অথবা কোনো কারণে এক বিষয়ে ফেল করলে তাকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগই দেওয়া হতো না। নতুন প্রজ্ঞাপনে যুগ যুগ ধরে চলে আসা নির্বাচনী পরীক্ষা বহাল রাখার পাশাপাশি অসুস্থতাসহ সন্তোষজনক কারণ থাকলে কিছুটা ছাড় দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

জানা যায়, ২০০৩ সালের ১৯ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়, নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করলেও কোনো পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। এ বিষয়টি নজরদারির জন্য ২০০৭ সালের ৬ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের চিঠি দেয়। পরে এ বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগের প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করে নতুন একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে মডেল টেস্ট নেওয়া যাবে। ওই প্রজ্ঞাপনটি জারি হওয়ার পর এমন বিভ্রান্তি তৈরি হয় যে নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়াই এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া যাবে।

এ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বাবলু কুমার সাহা বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ বন্ধ হওয়ায় তা শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সাম্প্রতিককালে পাবলিক পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ার জন্য এটাও অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে অনিবার্য কোনো কারণ থাকলে একজন পরীক্ষার্থী যাতে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়টি মন্ত্রণালয় মানবিক বিবেচনার জন্য

এসএসসিতে অংশগ্রহণ

নির্বাচনী পরীক্ষা থাকবে নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত ঘটনায় ছাড় পাবে শিক্ষার্থীরা

বিশেষ প্রতিনিধি

নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া যাবে বলে দেশজুড়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল সোমবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলেছে, নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কোনো ঘটনা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারলে শিক্ষার্থীকে কিছুটা ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনো বিশেষ কারণে নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেও রাখা হয়েছে বিকল্প সুযোগ।

জানা যায়, এই তিনটি কারণে একজন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অযোগ্য হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করতে পারবেন। ওই আবেদনের ভিত্তিতে যদি দেখা যায়, শিক্ষার্থীর প্রাক্-নির্বাচনী পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক ছিল, তাহলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে পারবে।

মন্ত্রণালয়ের ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য অধিকতর যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে নিজ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট নেওয়া যাবে। তবে এ জন্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১